দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 24 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৪২ কলাম ... ৬ ...

যশোর বোর্ডে ফল বিপর্যয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের হতাশা

অর্থের বিনিময়ে নতুন নতুন স্কুলের অনুমোদন দান

মিজানুর রহমান তোতা

যশোর শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এতে বোর্ড কর্তপক্ষ শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়েছেন। বিপর্যয়ের মূল কারণ সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। জোড়াতালি দেয়া বক্তব্যে বলেছেন ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র কঠিন হওয়ায় এটি ঘটেছে। কিন্তু সচেতন ও পর্যবেক্ষকমহল এটি কিছুতেই মানতে রাজি নন। বিভিন্ন সূত্র থেকে বলা হয়েছে, বোর্ডের দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা, অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ, অর্থের বিনিময়ে নতুন নতুন স্কুল ১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

যশোর বোর্ডে ফল বিপর্যয়ে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন, লেখাপড়ার মান খারাপ হওয়া ও ভুলে ভরা প্রশ্নপত্রসহ অসংখ্য কারণ রয়েছে ফলাফল বিপর্যয়ের। যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আমিরুল আলম খান বলেছেন, কেন এতটা বিপর্যয় ঘটলো তার মূল কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তাছাড়া বোর্ডের ১৫টি স্কুল থেকে কেউই পাস করেনি। কেন করেনি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া মোট ১৪৯টি স্কুলের পাসের হার ছিল ২০ শতাংশের নীচে। বোর্ড সূত্র জানায়, যশোর শিক্ষা বোর্ডে গতবার ২০০৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬৯ দশমিক ১৯। ২০০৪ সালে ছিল ৫৪ দশমিক ৫৯। সংশ্লিষ্টরা প্রায় একই ধরনের পাসের হার প্রত্যাশা করেছিল এবার। কিন্তু তা হয়নি। অথচ ঢাকা বোর্ডে ৬১ দশমিক ৩৫, রাজশাহী বোর্ডে ৬০ দশমিক ৭১, কুমিল্লা বোর্ডে ৬৩ দশমিক ৪৫, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৩ দশমিক ৮৭, বরিশাল বোর্ডে ৫৯ দশমিক ৩০ ও সিলেট বোর্ডে ৫৬ দশমিক ৫২ হয়েছে পাসের হার। আর যশোর বোর্ডে পাসের হার হয়েছে মাত্র ৪৮ দশমিক ১০। যশোর শিক্ষা বোর্ডের নানা দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু বিষয়টির দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যূনতম দৃষ্টি দেয়নি বলে অভিযোগ। লাগামহীন দুর্নীতির কারণে ঐতিহ্যবাহী যশোর শিক্ষা বোর্ডের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। স্কুল অনুমোদনের কোন নিয়ম-নীতি মানা হয় না এখানে। স্কুল অনুমোদনের মাপকাঠি হচ্ছে অর্থ। অতি সম্প্রতি বোর্ডে হাতেনাতে ঘুষ নেয়ার সময় একজন স্কুল পরিদর্শক ধরা পড়লেও তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েনি। বোর্ডের একজন সাধারণ কর্মচারী যিনি ঝাড়ুদার থেকে কোটিপতি হয়েছেন, তার বিষয়টি সবাই জানলেও তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তির ছত্রছায়ায় থাকার কারণে গায়ে কোন আঁচড় লাগছে না।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ফল বিপর্যয় সম্পর্কে বোর্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকারী যশোর পুলিশ লাইনের হেড মাস্টার আব্দুল আজিজ জানান, আসলে গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলোতে মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যর্থতা, লেখাপড়ার মানোন্নয়ন ও পরিবেশের দিকে লক্ষ্য না রাখাসহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ভালো স্কুলগুলোর ফলাফলে খুব একটা হেরফের হয়নি। কিন্তু নতুন স্কুলগুলোর ফলাফল খুবই খারাপ হয়েছে। যশোরের একজন প্রবীণ শিক্ষক দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, যশোর বোর্ডের দেয়া হয়েছে। এতেও ফল বিপর্যয় ঘটছে। বোর্ড সূত্র জানায়, যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় ১৫টি স্কুল থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেনি। স্কুলগুলো হচ্ছে খুলনার ডুমুরিয়ার বিদ্যাবিথী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ জনশক্তি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোড়েলগঞ্জের সিংহজোর গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সদরের মুলদাড় তালতলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মাগুরার মহাম্মদপুরের পাল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপালনগর বালিকা বিদ্যালয়, কাকিলাখালি সম্মিলনি বালিকা বিদ্যালয়, কেশবপুরের পল্লী উন্নয়ন বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোরের বাঘারপাড়ার বাকড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেহেরপুরের গান্ধী এম জিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোড়েলগঞ্জ আব্দুল আজিজ মেমোরিয়াল বিদ্যালয়, ফকিরহাটের দড়িয়াভট খামার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতক্ষীরার তালার ইসলামকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণপুর সৈয়দ কামাল বখত বালিকা বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশেই পরীক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী। এতগুলো স্কুলে একযোগে কেউই পাস না করার কারণ পরিষ্কার হলেও বোর্ড কর্তপক্ষ শুধুমাত্র স্কুলগুলোর ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায় এড়াচ্ছেন। এছাড়া ১৪৯টি স্কুল থেকে মাত্র ২০ শতাংশের নীচে পাস করেছে পরীক্ষার্থীরা। যার সিংহভাগ স্কুল থেকে মাত্র ২/১জন করে পাস করেছে।

পরীক্ষায় ফেল করা কয়েকজন শিক্ষার্থীর বক্তব্য নেয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই বলেছে, প্রশ্ন কঠিন, স্কুলে লেখাপড়ার মান ভালো না হওয়া, শিক্ষকদের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব বিশেষ করে পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়কালে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটসহ নানা কারণে ফলাফল ভালো হয়নি। যশোরে পরীক্ষায় ফেল করে একজন পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে কয়েকজন। অনেক অভিভাবক তাদের ফেল করা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন। হতাশ হয়েছেন অনেক অভিভাবক প্রত্যাশিত ফল না পেয়ে।